بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ২৮শে আগষ্ট, ২০২৬ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থ মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আল্লাহ্ তা'লা ও মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের বিভিন্ন ঘটনা তুলে ধরেন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর পতাকা বিশ্বজুড়ে উড্ডীন করার জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যে চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালিয়েছেন তা সর্বজনবিদিত। তিনি তাঁর সাহায্যকারীদের প্রতিও অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ছিলেন, যারা তাঁর এই মিশনকে পূর্ণ করার জন্য কোনো না কোনোভাবে সেবা প্রদান করেছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ১৮৯৯ সালের ৪ঠা অক্টোবর এক বিজ্ঞাপনে বলেন, **"এটি আল্লাহ্ তা'লার সুন্নত যে, আল্লাহ্‌র জামা'তে প্রাথমিক অবস্থায় চাঁদা বা আর্থিক অনুদানের প্রয়োজন পড়ে। আমাদের নবী (সা.)ও বহুবার সাহাবীদের (রা.) মাঝে চাঁদার তাহরীক করেছেন, যার মধ্যে হযরত আবু বকর (রা.) সবার চেয়ে এগিয়ে ছিলেন। কাজেই, বীরোচিত সাহসিকতা নিয়ে সাহায্যের জন্য সবাইকে অবিলম্বে এগিয়ে আসা উচিত। প্রত্যেকে স্বীয় সামর্থ্য অনুযায়ী এই লঙ্গরখানার জন্য সাহায্য করুন। আমি চাই, যদি সম্ভব হয় তাহলে এমন একটি ব্যবস্থা গড়ে উঠুক যাতে আমরা লঙ্গরখানার ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে নিশ্চিন্তে আমাদের কাজে নিয়োজিত থাকতে পারি এবং আমাদের সময়ের কোনো ক্ষতি না হয়; যারা আমাদের সাহায্য করবেন, পরিশেষে তারা আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রত্যক্ষ করবেন।"**

তিনি (আ.) আরও বলেন, আমি একথা না লিখে পারছি না যে, এই সাহায্য ও প্রাণপণ প্রচেষ্টায় সর্বাগ্রে রয়েছেন আমাদের ঘনিষ্ট ও নিষ্ঠাবান প্রিয় বন্ধু **মৌলভী হেকীম নূর উদ্দীন সাহেব (রা.)**, যিনি কেবল আর্থিক সাহায্যই করেননি; বরং দুনিয়ার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে দারিদ্রতার পোশাক পরিধান করে স্বীয় জন্মভূমি থেকে হিজরত করে কাদিয়ানে এসে আমৃত্যু অবস্থান করেছেন এবং সর্বদা সেবার জন্য প্রস্তুত আছেন। আমি চাইলে তাঁকে পূর্বে বা পশ্চিমে পাঠিয়ে দিতে পারি। আমার মতে এরা সেসব মানুষ, যাদের সম্পর্কে বারাহীনে আহমদীয়াতে এই এলহাম রয়েছে, **اَصۡحَابُ الصُّفَّةِ وَمَا اَدۡرَاكَ مَا اَصۡحَابُ الصُّفَّةِ** (অর্থাৎ, তারা আসহাবে সুফ্‌ফা আর তুমি কী জানো আসহাবে সুফ্‌ফা কী?)।

এরপর দ্বিতীয় নাম্বারে রয়েছেন আমার প্রিয় বন্ধু **মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব শিয়ালকোটী (রা.)**। তাকে তো প্রথম থেকেই আল্লাহ্ তা'লা দুনিয়ার পদমর্যাদা ও মান-সম্মানের আকাঙ্ক্ষার উপযোগী করেননি, আর এখন তো তিনি পুরোপুরি পার্থিব চিন্তাভাবনা পরিত্যাগ করে এই দরবারে [মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নৈকট্যে] এসে বসেছেন এবং দিন-রাত স্বীয় শক্তি-সামর্থ্যের ঊর্ধ্বে উঠে ধর্মের সেবা করছেন আর জুমুআর নামাযে পবিত্র কুরআনের বহু তত্ত্ব ও গভীর জ্ঞান বর্ণনা করে মুসলমানদের উপকার করছেন।

আর মৌলভী হেকীম নূর উদ্দীন সাহেবের শহরবাসী **হাকীম ফযল দ্বীন (রা.)**ও রয়েছেন যিনিও প্রায় একই স্থানে থাকেন এবং সেবায় নিয়োজিত আছেন। এরপর তিনি (আ.) **ডাক্তার বুড়ে খান সাহেব, খলীফা রশীদ উদ্দীন সাহেব লাহোরী, ডাক্তার মির্যা ইয়াকুব বেগ সাহেব কালানূরী, ডাক্তার মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব, ডাক্তার আব্দুল হাকীম খাঁ সাহেব, মির্যা খোদা বখ্‌শ সাহেব, সাহেবযাদা সিরাজুল হক সাহেব সারসাভী এবং শেঠ আব্দুর রহমান সাহেব (রা.)-এর** কথাও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, শেঠ সাহেব প্রতি মাসে নিয়মিত একশ' টাকা পাঠিয়ে থাকেন এবং বহুবার পাঁচশ' টাকা পর্যন্ত পাঠিয়েছেন। একইভাবে তাঁর প্রিয় বন্ধু শেখ রহমত উল্লাহ্ সাহেব লাহোরীর কথা উল্লেখ করেন, যিনি মামলা-মোকদ্দমা পরিচালনার জন্য প্রচুর অর্থ প্রেরণ

করেছেন। তারপর তিনি (আ.) কৃতজ্ঞতার সাথে **নবাব মুহাম্মদ আলী খাঁ সাহেবের** কথাও উল্লেখ করেছেন।

হযরত আকদাস (আ.) তাঁর সাধারণ সেবা প্রদানকারীদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। খাজা কামাল উদ্দীন সাহেবের মহল্লায় এক ব্যক্তি ফালুদা বিক্রি করত। সে একবার ইচ্ছা প্রকাশ করে যে, সে হুযূর (আ.)-কে ফালুদা পরিবেশন করবে। অতঃপর হুযূরের অনুমতিতে তাকে ডাকা হয়। সে ফালুদা তৈরি করে হুযূর (আ.)-এর সমীপে পেশ করে। তিনি (আ.) তা খেয়ে বলেন, খুব ভালো হয়েছে। তারপর সে অন্য বন্ধুদের জন্য ১০-২০ বাটি ফালুদা পাঠায়। হুযূর (আ.) তাকে মূল্য বাবত দুই রূপি পাঠিয়ে দেন, কিন্তু সে নিতে অস্বীকার করে এবং বলে, আমি টাকা নিব না, আমাকে হুযূর (আ.)-এর সামনে নিয়ে যান। অতঃপর সে হুযূর (আ.)-এর কাছে গেলে তিনি (আ.) তার জন্য দোয়া করেন এবং '**জাযাকুমুল্লাহ্**' (তথা আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন) বলেন। এই দোয়ার কল্যাণে তার সন্তানরা দেশের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিল।

হযরত ইব্রাহীম বাকাপুরী সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, একবার শিয়ালকোট জামা'ত থেকে কয়েকজন বন্ধু কিছু টাকা উপহার হিসেবে পেশ করেন। হুযূর (আ.) প্রথমে 'আলহামদুলিল্লাহ্' বলেন, তারপর 'জাযাকুমুল্লাহ্'। যার ফলে আমাদের ঈমানে এক প্রকার অগ্রগতি হয়। প্রথমে হুযূর (আ.) আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন, তারপর আমাদের জন্য দোয়া করেছেন।

জুলফিকার আলী খাঁ গওহর সাহেব একটি ঘটনা বর্ণনা করেন যে, একবার হুযূর (আ.) বাইতুদ্ দোয়ার নিচের রুম থেকে বাইরে আসেন। আমি তাঁর সামনে ছিলাম। হুযূর (আ.) চুলে মেহেদি লাগিয়েছিলেন। তিনি আমাকে বলেন, মৌলভী সৈয়দ সরওয়ার শাহ্ সাহেবকে বলুন, আমাদের জন্য যেন এখানে কিছু খাবার নিয়ে আসেন। আমি সংবাদ পৌঁছে দিতে গিয়ে দেখি, খাবার একেবারেই শেষ হয়ে গেছে। মৌলভী সাহেবের চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায়, কেননা হুযূর (আ.)-এর জন্য কোনো খাবারই ছিল না। যাহোক, তিনি একটি ছোট্ট বাটিতে একটু দুধ এবং তিনটি টোস্ট বিস্কুট ও চিনি নিয়ে হুযূর (আ.)-এর সমীপে উপস্থিত হন এবং নিবেদন করেন, হুযূর আর কোনো খাবার নেই। হুযূর (আ.) অত্যন্ত কৃতজ্ঞচিত্তে যা তাঁর চেহারায় স্পষ্টভাবে ফুটে উঠছিল, সেই খাবার গ্রহণ করেন।

১৯০০ সালের আগস্ট মাসে তিনি (আ.) এক চিঠিতে **হযরত নবাব মুহাম্মদ আলী সাহেব** (রা.)-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে লেখেন, **আপনি অত্যন্ত চমৎকার একটি কাপড় উপহার হিসেবে পাঠিয়েছেন।** এছাড়া পোশাকের বিনিময়ে তিনি (আ.) তার জন্য দোয়া করেন যে, **আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে এর বিনিময়ে স্বীয় অসীম ও অননুমেয় অনুগ্রহ ও কৃপা দান করুন এবং তাকওয়ার পোশাকে পূর্ণাঙ্গভাবে ওলী ও সৎকর্মশীলদের রঙে ভূষিত করুন।**

আরেক পত্রে হযরত ডা. খলীফা রশীদ উদ্দীন সাহেব (রা.)-কে বলেন, **আপনার পক্ষ থেকে কঠিন সময়ে ৫০ টাকা এসে পৌঁছেছে। এমন সংকটময় ও প্রয়োজনের মুহূর্তে, যখন দুশ্চরিত্র ব্যক্তিরা আদালতে আমার বিরুদ্ধে মামলা করেছে, আপনার ক্রমাগত আর্থিক সাহায্যের বিষয়টি কৃতজ্ঞতা পাবার দাবি রাখে।**

একজন সাহাবী বর্ণনা করেন, আমি আহমদীয়াত গ্রহণ করি কিন্তু তা নিজের পরিবারের কাছে গোপন রাখি। কিছুদিন পর গোপনীয়তা প্রকাশ পেয়ে যায়। আমার পিতা আমাকে ঘর থেকে বের করে দেন। এরপর আমি একটি দোকান দিয়েছিলাম, সেখানে দর্জির কাজ করতাম। আমার মনে প্রবল ইচ্ছা জাগে যে, হযরত আকদাস (আ.)-এর জন্য একটি পোশাক তৈরি করব। সে

অনুযায়ী আমি একটি কুর্তা ও পায়জামা সেলাই করি এবং একটি কোটও তৈরি করি। এরপর একজনের কাছ থেকে ভাড়া নিয়ে কাদিয়ানে পৌঁছি। সেটি ছিল জুমুআর দিন আর আমার ইচ্ছা ছিল আজই হুযূর (আ.)-এর সমীপে এই উপহার পেশ করব, যাতে তিনি জুমুআয় তা পরিধান করেন। কাজী জিয়াউদ্দীন সাহেবের সাথে দোকানে আমার দেখা হয়। তাঁর কাছে বিষয়টি উল্লেখ করলে তিনি আমাকে হুযূর (আ.)-এর কাছে নিয়ে যান আর খাজা কামাল উদ্দিন সাহেব তখন মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথেই বসেছিলেন, তিনি-ই কাপড়গুলো হুযূর (আ.)-এর সমীপে পেশ করেন এবং নিবেদন করেন, এই ছেলের ইচ্ছা হুযূর যেন এই কাপড়গুলো পরে আজ জুমুআর নামায আদায় করেন। হযরত সাহেব (আ.) তখনই (ভেতরে গিয়ে) সেই পোশাক পরিধান করেন। কোটটি সামান্য আটোসাঁটো ছিল। এটি দেখে আমি তা বাজারে নিয়ে যাই যাতে সেলাই খুলে কিছুটা ঠিক করতে পারি। ফেরত নিয়ে আসার পর হুযূর (আ.) আবার তা পরিধান করেন, কিন্তু তখনও তা তাঁর জন্য আটোসাঁটো ছিল; বোতাম লাগছিল না। তা সত্ত্বেও আমার আনন্দ ও ভালোবাসার খাতিরে টেনেটুনে বোতাম লাগিয়ে তিনি কোটটি পরিধান করেন।

একটি ঘটনার উল্লেখ করে তিনি (আ.) বলেন, একবার এক হিন্দু বিশম্বর দাস-এর ব্যাপারে আমি একটি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম যে, সে ফৌজদারী মামলা থেকে খালাস পাবে না, তবে তার অর্ধেক কারাদণ্ড মওকুফ হয়ে যাবে। কাকতালীয়ভাবে যখন রায় ঘোষণা করা হয়, তখন তার আত্মীয়স্বজন প্রত্যাশার বিপরীতে একথা রটিয়ে দেয় যে, বিশম্বর দাস খালাস পেয়ে গেছে। এক ব্যক্তি আমাকে সংবাদ দেয় যে, বিশম্বর দাস মুক্তি পেয়েছে এবং বাজারে তাকে মোবারকবাদ জানানো হচ্ছে। আমি অত্যন্ত ব্যথিত হই, কারণ হিন্দুরা একথা নিয়ে এখন আমার প্রতি আক্রমণ করবে যে, মির্যা সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়নি! আমার এই কষ্টে নামাযের এক একটি রাকাত এক একটি বছরের মতো মনে হচ্ছিল। আর যখন আমি নামাযে কোনো এক রাকাতের সিজদায় পতিত হই, তখন আমার আকুলতা পরম পর্যায়ে পৌঁছে যায় আর তখনই এলহাম হয়, لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلٰى (অর্থাৎ, ভয় পেও না, তুমিই বিজয়ী)। তারপর আমি অপেক্ষায় থাকি যে, ভবিষ্যদ্বাণী কীভাবে পূর্ণ হয়, কিন্তু কোনো নিদর্শন দৃশ্যমান হচ্ছিল না। আমি বারবার শরমপতকে (বিশম্বরের ভাই) জিজ্ঞেস করতাম, কিন্তু সে একই কথা বলত যে, সে মুক্তি পেয়ে গেছে। এভাবে প্রায় ছয় মাস বা তার কম-বেশি কেটে যায়। দুষ্ট লোকেরা হাসি-ঠাট্টা করত, কিন্তু শরমপত কখনো ঠাট্টা করেনি। একদিন এমন হয় যে, সকালে বাটালা থেকে একজন তহশিলদার কাদিয়ানে আসেন এবং বিশম্বর দাসকে দেখে বলেন, আমরা এতে খুশি হয়েছি যে তুমি জেল থেকে মুক্তি পেয়েছ, কিন্তু তুমি খালাস পাওনি। আমি একথা শোনামাত্রই সিজদায় কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি এবং শরমপতকে জিজ্ঞেস করি, তুমি এত দিন কেন মিথ্যা বললে এবং আমাকে কষ্ট দিলে? সে বলে, এক অপরাগতার কারণে আমাকে মিথ্যা বলতে হয়েছে; তা না হলে আত্মীয়তার সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমাদের সম্প্রদায়ে এমন বিষয়ে অনেক খুঁত ধরা হয় এবং চরিত্রহীনতা সাব্যস্ত হলে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **এমন কোনো জাতি নেই যাদের মাঝে আমার নিদর্শনাবলি প্রকাশিত হয়নি এবং এমন কোনো সম্প্রদায় নেই যারা আমার নিদর্শনের সাক্ষী নয়। যদি এই নিদর্শনের সাক্ষীদের সংখ্যা দশ কোটিও বলা হয় তবে কোনো অতিরঞ্জন হবে না, কিন্তু বিরোধীদের অবস্থা দেখে কান্না পায় যে, তারা লাভবান হতে পারল না। যদি এসব নিদর্শন, যা তাদের দেখানো হয়েছে, হযরত ঈসা ইবনে মরিয়মের যুগে ইহুদীদের দেখানো হতো, তাহলে যেমনটি পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, তারা লাঞ্ছনা ও দারিদ্রতার লক্ষ্যস্থলে পরিণত হতো না। আর যদি লূতের জাতি এসব নিদর্শন প্রত্যক্ষ করত, তবে তারা এক ভয়াবহ ভূমিকম্পের কবলে**

মাটির নিচে চাপা পড়ত না। কিন্তু দুর্ভোগ! তাদের হৃদয়গুলো পাথরের চেয়েও কঠিন প্রমাণিত হয়েছে এবং তাদের হৃদয়ের অন্ধকার অন্য যে কোনো অন্ধকারকে ছাড়িয়ে গেছে।

পরিশেষে হুযূর (আই.) বলেন, খোদা তা'লা আমাদেরকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সত্যিকার মর্ম অনুধাবন করার তৌফিক দান করুন, পাশাপাশি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নিষ্ঠাবান দাসের হাতে বয়আত গ্রহণ করে আমাদেরকে গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং তত্ত্বজ্ঞান দান করুন, আমীন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নাই, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা খুতবার সারাংশ উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org-এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)